ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1043- 1054
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.321

কজিটোর মৃত্যু: লাঁকানীয় মনোবিশ্লেষণ ও বিষয়-গঠনে চিহ্নকের একাধিপত্য

ড. মোঃ নাজমুল হাসান, *স্বাধীন গবেষক, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of *Cogito, ergo sum* formulated by René Descartes established one of the most influential foundations of modern Western philosophy. By grounding certainty in the thinking subject, the Cartesian Cogito introduced a model of subjectivity characterized by self-transparency, rational autonomy, and epistemic certainty. This conception of the subject subsequently shaped the intellectual framework of modern science, political liberalism, and humanism. However, twentieth-century theoretical developments, particularly within psychoanalysis and structural linguistics, began to challenge this unified and self-transparent notion of the subject.

This paper examines the theoretical displacement of the Cartesian Cogito through the psychoanalytic framework of Jacques Lacan. Building upon the discovery of the unconscious by Sigmund Freud, Lacan reformulates subjectivity through language and symbolic structures. His well-known proposition that "the unconscious is structured like a language" fundamentally destabilizes the Cartesian subject by demonstrating that thought and meaning are mediated through a pre-existing linguistic order. Within this framework, the subject is not the origin of meaning but an effect of the differential relations between signifiers. Through an analysis of Lacan's theories of the mirror stage, the symbolic order, and the primacy of the signifier, this article argues that the apparent unity of the Cartesian subject is a structural illusion. The subject emerges as divided, decentred, and constituted within the symbolic network of language and desire. Consequently, the "death of the Cogito" does not signify the disappearance of the subject but rather the transformation of subjectivity into a linguistically mediated and structurally fragmented phenomenon.

Keywords: Cogito, Subjectivity, Lacanian Psychoanalysis, Signifier, Unconscious, Mirror Stage, Symbolic Order

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে "বিষয়" (subject) ধারণাটি কোনো স্বতঃসিদ্ধ বা চিরকালীন সত্য নয়; বরং এটি একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও দার্শনিক নির্মাণ। এই নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে René Descartes–এর বিখ্যাত সূত্র *Cogito, ergo sum*— "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।" Cogito কেবল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি আধুনিক subjectivity-র মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। দেকার্তের আগে মধ্যযুগীয় দর্শনে বিষয় মূলত ঈশ্বর, বিশ্বব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে স্থাপিত ছিল। মানুষের জ্ঞান ও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা আসত বাইরের উৎস থেকে— ঈশ্বর, প্রকৃতি বা ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে। দেকার্ত এই কাঠামো উল্টে দেন। তিনি প্রথমবারের মতো জ্ঞান ও অস্তিত্বের ভিত্তিকে মানুষের নিজের চিন্তার মধ্যে স্থাপন করেন। Cogito-র মূল দাবি

হলো— সবকিছু সন্দেহযোগ্য হলেও, সন্দেহ করার ঘটনাটি নিজেই সন্দেহের বাইরে। কারণ সন্দেহ মানেই চিন্তা, আর চিন্তা মানেই একজন চিন্তাকারীর অস্তিত্ব। এইভাবে দেকার্ত এমন একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করেন, যে নিজেই নিজের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা। এখানে বিষয় আর বাহ্যিক কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। সে নিজেই নিজের ভিত্তি। এই আত্মভিত্তিক বিষয়ই আধুনিক দর্শনের সূচনা বিন্দু।

দেকার্তের *Meditations on First Philosophy*-এ Cogito কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি একটি দীর্ঘ পদ্ধতিগত সন্দেহের ফল। দেকার্ত প্রথমে ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক জগৎ, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহের আওতায় আনেন। কিন্তু এই সর্বব্যাপী সন্দেহের মধ্যেও একটি বিষয় অক্ষত থাকে— সন্দেহ করার ঘটনাটি নিজেই। সন্দেহ মানেই চিন্তা, আর চিন্তা মানেই চিন্তাকারীর অস্তিত্ব। এই যুক্তির কাঠামোতে Cogito একটি স্ব-প্রমাণমূলক সত্য। দেকার্তের মতে, আমি ভুল করতে পারি, বিভ্রান্ত হতে পারি, কিন্তু আমি যে চিন্তা করছি— এই সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব। এখানে বিষয় নিজেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা করে; এই অভিজ্ঞতার জন্য কোনো বাহ্যিক মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। এই অবস্থান থেকেই দেকার্ত subjectivity-কে ভাষা, ইতিহাস এবং সমাজের বাইরে স্থাপন করেন। Cogito কোনো সামাজিক নির্মাণ নয়, কোনো ভাষাগত উৎপাদ নয়। এটি চিন্তার একটি বিশুদ্ধ ঘটনা, যা নিজেই নিজের নিশ্চয়তা বহন করে। এই কারণেই Cogito আধুনিক দর্শনে একটি বিশেষ মর্যাদা পায়— এটি যেন সমস্ত আপেক্ষিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এখানেই দেকার্তীয় দর্শনের একটি মৌলিক অনুমান নিহিত থাকে: বিষয় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে। চিন্তা এখানে নিজেই নিজের কাছে স্বচ্ছ। এই আত্মস্বচ্ছতাকে দেকার্ত প্রশ্ন করেন না; বরং এটিকেই দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলত Cogito একটি নিরপেক্ষ আবিষ্কার নয়, বরং একটি গভীর মেটাফিজিক্যাল সিদ্ধান্ত— subjectivity মানে স্বচ্ছতা।

Cogito যে বিষয়ের ধারণা তৈরি করে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আত্মস্বচ্ছতা। দেকার্তের মতে, যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমি আমার চিন্তাকে সরাসরি জানি। চিন্তা এবং চিন্তার জ্ঞান এখানে আলাদা নয়। বিষয় নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত। এই আত্মস্বচ্ছতা আধুনিক বিষয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকেই যুক্তি, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার ধারণা তৈরি হয়। যদি বিষয় নিজেকে জানতেই না পারে, তাহলে সে কীভাবে সত্য জানবে, সিদ্ধান্ত নেবে বা নৈতিকভাবে দায়ী হবে? ফলে Cogito এমন এক subject নির্মাণ করে, যে—

- নিজের চিন্তার সম্পূর্ণ অধিকারী
- নিজের কাছে নিজেই উপস্থিত
- নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত

এই ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, আধুনিক আইনের দায়বদ্ধ নাগরিক এবং আধুনিক নৈতিক ব্যক্তির ধারণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। *Cogito, ergo sum*—"আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"— এই সূত্রটি কেবল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি এমন এক বিষয়ের (subject) ধারণা নির্মাণ করে, যে বিষয় নিজেই নিজের অস্তিত্বের ভিত্তি ও প্রমাণ। René Descartes-এর দর্শনে Cogito একটি মৌলিক আর্কিমিডীয় বিন্দু, যার উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সত্যের দাবি নির্মিত হয়। Cogito-র মাধ্যমে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই বিষয় আত্মস্বচ্ছ (transparent); সে নিজেকে জানে এবং এই জানার মধ্যে কোনো অন্ধকার অঞ্চল নেই। দ্বিতীয়ত, বিষয়টি ঐক্যবদ্ধ; চিন্তা ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো মৌলিক বিভাজন নেই।

Cogito-র আরেকটি মৌলিক দিক হলো বিষয়ের ঐক্য। দেকার্তের subject বিভক্ত নয়। চিন্তা, চেতনা এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক ফাঁক নেই। বিষয় একক, অবিভাজ্য এবং ধারাবাহিক। এই ঐক্য থেকেই আসে বিষয়ের সার্বভৌমত্ব। আধুনিক subject নিজেকে সিদ্ধান্তের উৎস হিসেবে কল্পনা করে। সে ভাবে— আমি চিন্তা করি, আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমি কাজ করি। এখানে বিষয় ইতিহাস, ভাষা বা সমাজের দ্বারা গঠিত নয়; বরং সে নিজেই তার কর্মের কেন্দ্র। এই সার্বভৌম subject-এর ধারণা আধুনিক উদারনীতিক রাজনীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অধিকার ধারণার ভিত্তি হয়ে ওঠে। Cogito কেবল একটি দার্শনিক যুক্তি নয়; এটি একটি মেটাফিজিক্যাল সিদ্ধান্ত। এটি ধরে নেয় যে—

- চিন্তা ভাষার আগের
- বিষয় চিন্তার উৎস
- আত্মপরিচয় একটি অভ্যন্তরীণ সত্য

এই অনুমানগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক দর্শন সত্য, জ্ঞান এবং বাস্তবতার তত্ত্ব নির্মাণ করে। ফলে Cogito ভেঙে পড়া মানে কেবল একটি তত্ত্বের পতন নয়; বরং আধুনিক subjectivity-র ভিত্তিতেই ফাটল সৃষ্টি হওয়া। এই কারণেই পরবর্তী দার্শনিক ধারাগুলো— মনোবিশ্লেষণ, কাঠামোবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ— Cogito-কে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

Cogito-র সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বাহ্যিক আক্রমণে নয়, বরং তার নিজের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। প্রথমত, Cogito নিজেকে প্রমাণ করে নিজের মাধ্যমেই। "আমি চিন্তা করছি"— এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য Cogito আর কোনো মানদণ্ড হাজির করে না। এটি একটি বৃত্তাকার যুক্তি (circular reasoning), যেখানে প্রমাণ ও প্রমাণিত বিষয় একই। দ্বিতীয়ত, Cogito ধরে নেয় যে চিন্তা সম্পর্কে জানাটা নিজেই চিন্তার অংশ। কিন্তু এই জানাটা কীভাবে সম্ভব? আমি কীভাবে নিশ্চিত হব যে আমি যা জানছি, সেটাই আমার চিন্তার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র? দেকার্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেন না, কারণ তার কাছে এই প্রশ্ন ওঠারই কথা নয়। আত্মস্বচ্ছতা এখানে একটি পূর্বধারণা। এই পূর্বধারণার ফলে Cogito একটি আদর্শায়িত subject নির্মাণ করে— এমন এক বিষয়, যার কোনো অচেতন নেই, কোনো বিভাজন নেই, কোনো ভাষাগত সীমাবদ্ধতা নেই। বাস্তব মানব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই মডেলের সম্পর্ক ক্রমশ সমস্যাজনক হয়ে ওঠে।

এইখানেই পরবর্তী মনোবিশ্লেষণী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। Cogito যে subjectivity-র একটি নির্দিষ্ট মডেল চাপিয়ে দেয়, তা আর নিরপেক্ষ বা অবিকল্পনীয় থাকে না। Cogito হয়ে ওঠে একটি তাত্ত্বিক নির্মাণ, যা ঐতিহাসিক ও ধারণাগতভাবে প্রশ্নযোগ্য। এই অভ্যন্তরীণ ফাঁকগুলিই Cogito-কে পরবর্তী র‍্যাডিকাল সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়—বিশেষত ফ্রয়েড এবং লাঁকা-র হাতে।

তৃতীয়ত, এই বিষয় সার্বভৌম; তার চিন্তার উৎস সে নিজেই, এবং সেই চিন্তার উপর তার পূর্ণ অধিকার বর্তমান। এই Cogito-ভিত্তিক subjectivity আধুনিক দর্শনের সীমানা অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞান, রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং মানবতাবাদী চিন্তায় প্রবেশ করে। যুক্তিবাদী নাগরিক, স্বাধীন নৈতিক এজেন্ট এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি—এই ধারণাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে Cogito-র উত্তরাধিকার বহন করে। ফলে Cogito-কে প্রশ্ন করা মানে কেবল দেকার্তকে প্রশ্ন করা নয়; বরং আধুনিক subjectivity-র ভিত্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা। বিশ শতকে মনোবিশ্লেষণ, ভাষাতত্ত্ব এবং কাঠামোবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ভিত্তি আর অবিচল থাকে না। বিশেষত Jacques Lacan-এর তাত্ত্বিক প্রকল্প Cogito-কে কেবল সংশোধন করে না, বরং তাকে কাঠামোগতভাবে অকার্যকর প্রমাণ করে। এই প্রবন্ধের মূল যুক্তি হলো— লাঁকানীয় মনোবিশ্লেষণে

Cogito-র 'মৃত্যু' কোনো রূপক নয়; এটি একটি তাত্ত্বিক অনিবার্যতা, যা চিহ্নকের (signifier) আধিপত্যের মধ্য দিয়েই ঘটে।

দেকার্তীয় Cogito-র উপর প্রথম প্রকৃত তাত্ত্বিক আঘাত আসে মনোবিশ্লেষণের হাত ধরে। এই আঘাতের কেন্দ্রীয় নাম Sigmund Freud। ফ্রয়েডের কাজ আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে আমূল নড়িয়ে দেয়, কারণ তিনি দেখান যে মানুষের মানসিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সচেতন নয়। বরং সচেতন চিন্তার নিচে সক্রিয় থাকে একটি বিস্তৃত অচেতন ক্ষেত্র, যা ব্যক্তির ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত এবং আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডীয় অচেতন Cogito-কে সরাসরি অস্বীকার করে না; বরং তার সবচেয়ে মৌলিক অনুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা মূলত সচেতন এবং বিষয় (Subject) নিজের চিন্তার বিষয়ে অবগত। কিন্তু Sigmund Freud দেখান যে, মানুষের মানসিক জীবনের একটি বড় অংশ এমন স্তরে কাজ করে, যা সচেতনতার বাইরে অবস্থিত। এখানে চিন্তা ঘটে, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ইচ্ছা গঠিত হয়— কিন্তু 'আমি' তা জানে না। এই আবিষ্কার Cogito-র আত্মস্বচ্ছতার ভিত্তিকে ভেঙে দেয়। যদি চিন্তা এমনভাবে ঘটে, যা বিষয়ের অজানা, তাহলে "আমি চিন্তা করি" বাক্যটি আর সর্বজনীন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। চিন্তা আর বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারে থাকে না।

ফ্রয়েডের বিশ্লেষণে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বপ্ন এমন এক মানসিক উৎপাদন, যা গভীরভাবে অর্থপূর্ণ, কিন্তু সেই অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে সরাসরি উপস্থিত নয়। একইভাবে ফসকে যাওয়া কথা, ভুল কাজ, পুনরাবৃত্ত আচরণ— এসব প্রমাণ করে যে, বিষয় (Subject) প্রায়শই এমন কিছু বলে বা করে, যার প্রকৃত অর্থ সে নিজেই পুরোপুরি বোঝে না। এখানে Cogito-র ঐক্যবদ্ধ subject ভেঙে পড়ে। এই ভাঙন কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক নয়, ontological। বিষয় আর নিজের মানসিক জীবনের পূর্ণ কেন্দ্র নয়। তার ভিতরেই একটি "অপর" কাজ করে— অচেতন। ফলে, subjectivity আর একক নয়; এটি বিভক্ত। সচেতন 'আমি' এবং অচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি অমোচনীয় ফাঁক তৈরি হয়। তবে এই বিন্দুতে ফ্রয়েড Cogito-কে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন না। বরং তিনি মনে করেন, মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে অচেতন বিষয়বস্তুকে ধীরে ধীরে সচেতন করা সম্ভব। অর্থাৎ, subject আহত হলেও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। বিশ্লেষণের শেষে একটি অধিকতর সচেতন, অধিকতর আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিষয় পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা ফ্রয়েড রেখে যান।

এই কারণেই ফ্রয়েডীয় অচেতনকে Cogito-র প্রথম সংকট বলা যায়, চূড়ান্ত মৃত্যু নয়। Cogito-র সার্বভৌমত্ব এখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে, কিন্তু তার অস্তিত্ব পুরোপুরি বাতিল হয় না। বিষয় (Subject) আর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়, তবুও সে এখনো বিশ্লেষণের কেন্দ্র। দার্শনিক দিক থেকে এই সংকটের তাৎপর্য গভীর। ফ্রয়েড দেখান যে, আধুনিক subjectivity কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়; এটি একটি সমস্যাজনক নির্মাণ। বিষয় নিজের ইচ্ছা জানে না, নিজের কথার অর্থ পুরো বোঝে না, এবং নিজের সিদ্ধান্তের উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্ত থাকে। এই উপলব্ধি Cogito-কে একটি ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ ধারণা হিসেবে উন্মোচিত করে। এইখানেই ফ্রয়েড আধুনিক দর্শনের গতিপথ পরিবর্তন করেন। তিনি দেখান যে, আত্মজ্ঞান আর কোনো স্বচ্ছ আয়নার মতো কাজ করে না। বিষয় নিজের কাছে নিজেই আংশিকভাবে অচেনা। এই অচেনা অংশই পরবর্তীতে লাঁকানীয় তত্ত্বে আরও র‍্যাডিকাল রূপ পায়, যেখানে Cogito-র জন্য রাখা শেষ আশাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ফ্রয়েডের অচেতনের ধারণা Cogito-র আত্মস্বচ্ছতার দাবি সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদি চিন্তার একটি বড় অংশ এমন স্তরে ঘটে, যা বিষয় নিজেই জানে না, তাহলে "আমি চিন্তা করি" এই বাক্যটি আর পূর্ণ অর্থ বহন করতে পারে না। এখানে 'আমি' আর চিন্তার সম্পূর্ণ মালিক নয়। স্বপ্ন, ভুলভ্রান্তি (parapraxis), ফসকে

যাওয়া কথা— এসব ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে প্রমাণ করে যে, বিষয় প্রায়শই এমন কিছু বলে বা করে, যার অর্থ সে নিজেই সম্পূর্ণ বোঝে না। ফ্রয়েড যদিও Cogito-র আত্মস্বচ্ছতাকে ভেঙে দেন, তবু তিনি এখনো এমন একটি ধারণা ধরে রাখেন যে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে অচেতনের সত্যকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করা সম্ভব। অর্থাৎ, বিষয় আহত হলেও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। বিশ্লেষণের শেষে যেন একটি অধিকতর সচেতন, অধিকতর সত্যবাদী বিষয় পুনরুদ্ধার করা যায়—এই প্রত্যাশা ফ্রয়েডের তত্ত্বে রয়ে যায়। এই কারণেই বলা যায়, ফ্রয়েড Cogito-কে দুর্বল করেন, কিন্তু হত্যা করেন না। Cogito-র ভিতরে একটি গভীর ফাটল তৈরি হয়, কিন্তু সেটি এখনো চূড়ান্ত ভাঙনে পরিণত হয়নি। এই ফাটলকে র‍্যাডিকাল বিচ্ছেদে রূপ দেন লাঁকা।

Jacques Lacan–এর প্রকল্পের মৌলিকত্ব এখানেই যে তিনি ফ্রয়েডীয় অচেতনকে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করেন। লাঁকা-র বিখ্যাত ঘোষণা— *the unconscious is structured like a language*—কেবল একটি রূপক নয়; এটি একটি মৌলিক তাত্ত্বিক অবস্থান। এই ঘোষণার মাধ্যমে লাঁকা অচেতনকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বা জৈবিক প্রবৃত্তির স্তর হিসেবে ভাবতে অস্বীকার করেন। তাঁর কাছে অচেতন এমন একটি ক্ষেত্র, যা চিহ্নক, বাক্যবিন্যাস, রূপক (metaphor) এবং স্থানান্তর (metonymy) দ্বারা সংগঠিত। স্বপ্নের কাজ, লক্ষণের গঠন, এমনকি উপসর্গের পুনরাবৃত্তি—সবই ভাষার নিয়ম মেনে চলে। এই ভাষাতাত্ত্বিক মোড় দেকার্তীয় Cogito-র জন্য বিধ্বংসী। কারণ Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা ভাষার আগের একটি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা। লাঁকা দেখান, চিন্তা ভাষার বাইরে ঘটে না। ভাষা কোনো বাহ্যিক মাধ্যম নয়, যা চিন্তার পরে আসে; বরং ভাষাই চিন্তার শর্ত। এইখানে subjectivity-র স্থানচ্যুতি ঘটে। বিষয় আর চিন্তার উৎস নয়; বরং সে ভাষার ভিতরে একটি অবস্থান মাত্র। বিষয় চিন্তা করে না, ভাষা ব্যবহার করে; বরং ভাষার মাধ্যমেই বিষয় হিসেবে উৎপাদিত হয়।

Sigmund Freud অচেতনকে আবিষ্কার করেছিলেন এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে দমন করা ইচ্ছা, স্মৃতি ও কামনা সক্রিয় থাকে। স্বপ্ন, ভুলভ্রান্তি ও নিউরোটিক লক্ষণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে, মানুষের মানসিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সচেতন নয়। কিন্তু ফ্রয়েডের তত্ত্বে অচেতন এখনো অনেকাংশে একটি মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা— একটি অভ্যন্তরীণ ভাণ্ডার— যেখান থেকে অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব। লাঁকা এই অবস্থানকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। তাঁর মতে, অচেতনকে কেবল গভীর মানসিক স্তর হিসেবে ভাবলে আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাই: অচেতন কীভাবে অর্থ উৎপাদন করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই লাঁকা ভাষাতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন এবং মনোবিশ্লেষণকে কাঠামোবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন।

লাঁকা-র মতে 'ভাষা' বলতে দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা বোঝানো হয় না। বরং এটি চিহ্নকের (signifier) একটি ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ কোনো স্থির সারবস্তু নয়, বরং পার্থক্য ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়। এই ধারণার উৎস Ferdinand de Saussure–এর ভাষাতত্ত্ব, যেখানে চিহ্নক (signifier) ও চিহ্নিতের (signified) সম্পর্ক স্বেচ্ছাচারী এবং অর্থ সর্বদা পার্থক্যের মাধ্যমে গঠিত। লাঁকা এই কাঠামোকে অচেতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, অচেতন কোনো বিশৃঙ্খল আবেগের ক্ষেত্র নয়; এটি একটি সুসংগঠিত signifying structure। স্বপ্ন, লক্ষণ বা ফসকে যাওয়া কথা ভাষার মতোই কাজ করে— একটি চিহ্নক অন্য চিহ্নকের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু কখনোই চূড়ান্ত অর্থে পৌঁছায় না।

লাঁকা ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-কার্যের দুটি প্রধান প্রক্রিয়া— condensation ও displacement—কে ভাষার দুটি মৌলিক অলঙ্কারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। condensation কাজ করে রূপকের (metaphor) মতো, যেখানে একাধিক অর্থ একটি চিহ্নকের মধ্যে সংকুচিত হয়। displacement কাজ করে স্থানান্তরের (metonymy) মতো, যেখানে অর্থ একটি চিহ্নক থেকে অন্য চিহ্নকে সরে যায়। এই তুলনা দেখায় যে অচেতন

কোনো পূর্ব-ভাষিক ক্ষেত্র নয়। বরং এটি ভাষার নিয়মেই সংগঠিত। অচেতন চিন্তা করে, কিন্তু সেই চিন্তা সচেতন 'আমি'-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এখানে অর্থ উৎপাদন একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া, বিষয়ের ইচ্ছার ফল নয়।

এই বিন্দুতেই লাঁকা-র তত্ত্ব দেকার্তীয় Cogito-র উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা একটি সচেতন ও আত্ম উপস্থিত অভিজ্ঞতা— "আমি চিন্তা করি" মানেই আমি জানি যে আমি চিন্তা করছি। কিন্তু লাঁকা দেখান যে, চিন্তা ঘটে চিহ্নকের শৃঙ্খলে, যা বিষয়ের পূর্ববর্তী এবং বহিরাগত। বিষয় ভাষার মালিক নয়; বরং ভাষার মধ্যেই সে একটি অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি 'আমি' নিজেই একটি চিহ্নক, যার অর্থ প্রসঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয়। ফলে "আমি চিন্তা করি" কোনো মৌলিক সত্য নয়; এটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসমাত্র। এই কারণে লাঁকা বলেন, বিষয় চিন্তা করে সেখানে, যেখানে সে নিজেকে উপস্থিত মনে করে না। চিন্তা ঘটে অচেতনে, ভাষার কাঠামোয়। আর যেখানে বিষয় নিজেকে উপস্থিত মনে করে— সেই স্থানে চিন্তা অনুপস্থিত।

"অচেতন ভাষার মতো গঠিত"— এই ধারণা আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে আমূল রূপান্তরিত করে। বিষয় আর নিজের চিন্তার সার্বভৌম উৎস নয়; বরং ভাষার দ্বারা বিভক্ত একটি সত্তা। আত্মপরিচয় কোনো অভ্যন্তরীণ সার নয়, বরং চিহ্নকের মধ্যে একটি অস্থির অবস্থান। এই তত্ত্ব Cogito-কে একটি ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ নির্মাণ হিসেবে উন্মোচিত করে। দেকার্তীয় subject যে আত্মস্বচ্ছ ও ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে কল্পিত হয়েছিল, লাঁকা দেখান যে বাস্তবে বিষয় সর্বদা বিভক্ত, অস্বচ্ছ এবং ভাষার দ্বারা শাসিত।

ভাষা, অর্থ এবং বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক দর্শনে দীর্ঘকাল ধরে একটি মৌলিক অনুমান কাজ করেছে: মানুষ প্রথমে চিন্তার মাধ্যমে অর্থ গঠন করে এবং ভাষা সেই অর্থ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই ধারণার পেছনে যে দার্শনিক কাঠামোটি সক্রিয়, তার কেন্দ্রে রয়েছে René Descartes–এর Cogito, যেখানে সচেতন চিন্তা এবং আত্মপরিচয় একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্ব এবং মনোবিশ্লেষণের বিকাশ এই সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বিশেষত Jacques Lacan ভাষা ও অচেতনকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যে অর্থ কোনো সচেতন বিষয়ের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং ভাষার ভেতরে চিহ্নকের (signifier) কাঠামোগত সম্পর্ক অর্থ উৎপাদনের প্রধান শর্ত।

ভাষার কাঠামো বোঝার জন্য প্রথমে চিহ্নের দ্বৈত গঠন সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধাংশে, ভাষার এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য কীভাবে আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে পুনর্বিবেচনার দিকে নিয়ে যায় তা দেখবো। ভাষাবিদ Ferdinand de Saussure ভাষার মৌলিক একক হিসেবে 'চিহ্ন' (sign)–কে ব্যাখ্যা করেন দুটি উপাদানের সমন্বয়ে: চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified)। চিহ্নক হলো শব্দের ধ্বনি বা লিখিত রূপ, আর চিহ্নিত হলো সেই শব্দের ধারণাগত অর্থ। উদাহরণস্বরূপ, 'গাছ' শব্দটির ধ্বনি বা লিখিত রূপ হলো চিহ্নক (signifier), আর আমাদের মনে যে গাছের ধারণাটি তৈরি হয় সেটি হলো চিহ্নিত (Signified)। তবে সসুর দেখান যে চিহ্নক ও চিহ্নিতের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয়। 'গাছ' শব্দটির সঙ্গে বাস্তব গাছের কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই; এটি একটি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক। ভাষার ভেতরে অর্থ তৈরি হয় মূলত পার্থক্যের মাধ্যমে। একটি শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় অন্য শব্দের থেকে তার ভিন্নতার দ্বারা।

লাঁকা সসুরীয় ভাষাতত্ত্বকে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটান। তাঁর মতে ভাষার মধ্যে চিহ্নিত কখনোই স্থির বা চূড়ান্ত নয়; বরং এটি সর্বদা চিহ্নকের অধীন। এই অবস্থানকে বোঝাতে লাঁকা বলেন যে, অর্থ সবসময় চিহ্নকের শৃঙ্খলের (signifying chain) মধ্যে গঠিত হয়। একটি

চিহ্নক অন্য একটি চিহ্নকের দিকে নির্দেশ করে, যা আবার অন্য চিহ্নকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে অর্থ একটি চলমান প্রক্রিয়া, কোনো স্থির সত্তা নয়। এখানে চিহ্নকের প্রাধান্য বলতে বোঝায় যে, ভাষার ভেতরে অর্থের চেয়ে চিহ্নকের কাঠামোগত সম্পর্কই বেশি মৌলিক। অর্থ কোনো পূর্বস্থিত ধারণা নয়; এটি ভাষার কাঠামোর মধ্যেই উৎপন্ন হয়। যেহেতু অর্থ চিহ্নকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, তাই এটি স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। ভাষার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হলে অর্থও পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিবেচনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক আলোচনায় 'স্বাধীনতা' একটি রাষ্ট্রিক ধারণা নির্দেশ করতে পারে; আবার ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনায় এটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বোঝাতে পারে। একই চিহ্নক ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। এই উদাহরণ দেখায় যে, অর্থ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে থাকে না; বরং ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়। লাঁকানীয় তত্ত্বে এই অবস্থাকেই অর্থের অস্থিরতা বলা হয়। অর্থের অস্থিরতা বোঝার জন্য একটি সাধারণ দৈনন্দিন উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, কেউ বলে— "আমি ঠিক আছি।" এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ ইতিবাচক হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে এটি বিভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে। কখনো এটি সত্যিকারের সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারে, আবার কখনো এটি হতাশা বা অসন্তোষ লুকানোর একটি উপায় হতে পারে। এখানে দেখা যায় যে, একই চিহ্নক ভিন্ন সামাজিক বা মানসিক প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ ভাষার অর্থ নির্ভর করে চিহ্নকের অবস্থান ও সম্পর্কের উপর, কেবল শব্দের উপর নয়।

লাঁকা-র মতে মানুষের অচেতনও ভাষার মতো গঠিত। এই ধারণার ভিত্তি আসে Sigmund Freud-এর মনোবিশ্লেষণ থেকে, যেখানে স্বপ্ন, ভুল কথা বা অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমে অচেতনের উপস্থিতি প্রকাশ পায়। লাঁকা যুক্তি দেন যে, এই অচেতন প্রকাশগুলোও ভাষার মতো একটি চিহ্নক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ভুল করে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করতে পারে, যা তার অচেতন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। এখানে অর্থ সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়; বরং চিহ্নকের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়।

চিহ্নকের প্রাধান্য এবং অর্থের অস্থিরতার ধারণা subjectivity-র উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যদি অর্থ ভাষার কাঠামোর মধ্যে তৈরি হয়, তাহলে বিষয় নিজেও ভাষার বাইরে দাঁড়িয়ে অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ নিজের পরিচয় নির্ধারণ করে ভাষার মাধ্যমে— যেমন "আমি ছাত্র", "আমি শিক্ষক", "আমি লেখক"। কিন্তু এই পরিচয়গুলোও ভাষার চিহ্নকের উপর নির্ভরশীল এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে বিষয় একটি স্থির ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সত্তা নয়; বরং ভাষার কাঠামোর মধ্যে গঠিত একটি অবস্থান।

লাঁকানীয় তত্ত্বে "চিহ্নকের একাধিপত্য" ধারণাটি বোঝায় যে, ভাষার কাঠামোর মধ্যে চিহ্নক এমন এক প্রাধান্য অর্জন করে, যার ফলে অর্থ এবং subjectivity উভয়ই চিহ্নকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ধারণাটি মূলত Jacques Lacan-এর ভাষাতাত্ত্বিক পুনর্ব্যাখ্যার ফল, যেখানে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; বরং মানব মানসিক গঠন ও সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক কাঠামো। লাঁকা-র মতে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে না; বরং ভাষার কাঠামোর মধ্যেই মানুষ একটি অবস্থান গ্রহণ করে। অর্থাৎ ভাষা মানুষের একটি বাহ্যিক যন্ত্র নয়, বরং মানব subjectivity-এর গঠনমূলক শর্ত।

এই প্রেক্ষাপটে "চিহ্নকের একাধিপত্য" বলতে বোঝানো হয় যে, অর্থ বা ইচ্ছা কোনো স্বচ্ছ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসে না; বরং চিহ্নকের শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি নিজেকে 'শিক্ষক', 'ছাত্র' বা 'নাগরিক' হিসেবে পরিচিত করে। এই পরিচয়গুলো বাস্তব কোনো সারবস্তু নয়; এগুলো ভাষাগত চিহ্নকের মাধ্যমে গঠিত সামাজিক অবস্থান।

একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে 'শিক্ষক' বলে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে স্থাপন করেন। এখানে লক্ষ্য করা যায়, যে চিহ্নকটি ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ করছে, ব্যক্তি চিহ্নকের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় তৈরি করছে না; বরং চিহ্নকের কাঠামোর মধ্যেই তার পরিচয় অর্থবহ হয়ে উঠছে। লাঁকা এই অবস্থাকে "dictatorship of the signifier" বলে ব্যাখ্যা করেন। এখানে 'dictatorship' শব্দটি রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি; বরং কাঠামোগত প্রাধান্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভাষার চিহ্নক এমনভাবে কাজ করে যে, ব্যক্তি তার বাইরে গিয়ে অর্থ বা পরিচয় নির্ধারণ করতে পারে না। এই ধারণাটি মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্লেষণের সময় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তখন তিনি নিজের জীবনের সত্যকে সরাসরি প্রকাশ করেন না; বরং চিহ্নকের মাধ্যমে একটি বর্ণনামূলক কাঠামো তৈরি করেন। বিশ্লেষকের কাজ হলো সেই চিহ্নকের সম্পর্কগুলো অনুসরণ করা এবং সেখানে লুকানো অচেতন ইচ্ছার ইঙ্গিত খুঁজে বের করা।

আধুনিক দর্শনে বিষয়কে (subject) সাধারণত একটি ঐক্যবদ্ধ এবং স্বচ্ছ সত্তা হিসেবে ভাবা হয়। বিশেষত, René Descartes-এর Cogito ধারণায় বিষয় নিজের চিন্তার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু লাঁকানীয় তত্ত্বে বিষয়কে এমনভাবে ভাবা হয় না। লাঁকা-র মতে subject একটি বিভক্ত সত্তা (split subject)। এই বিভাজন তৈরি হয় ভাষা ও অচেতনের কাঠামোর কারণে। এই ধারণার মূল উৎস রয়েছে Sigmund Freud-এর মনোবিশ্লেষণে। ফ্রয়েড দেখিয়েছিলেন যে, মানুষের আচরণ ও চিন্তার অনেক অংশ অচেতন দ্বারা পরিচালিত হয়। লাঁকা এই ধারণাকে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করেন। লাঁকা-র মতে subject দুই স্তরে কাজ করে: সচেতন ও অচেতন স্তর। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নেই। মানুষ যা বলে এবং যা সত্যিকারভাবে চায়, তার মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য দেখা যায়। একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন কোনো ছাত্র বলে, "আমি পরীক্ষার জন্য খুবই প্রস্তুত।" কিন্তু বাস্তবে সে পরীক্ষার সময় ভয় এবং অনিশ্চয়তায় ভুগছে। তার কথার স্তর এবং মানসিক বাস্তবতার স্তর এক নয়। এখানে দেখা যায় যে, subject নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত নয়। ভাষার মধ্যে যে "আমি" কথা বলছে, সেটি subject-এর একটি আংশিক রূপ মাত্র। লাঁকা এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, subject ভাষার মধ্যে একটি চিহ্নক হিসেবে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই চিহ্নক subject-এর সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে না। ফলে subject সর্বদা নিজের সঙ্গে একটি দূরত্ব বজায় রাখে। এই কারণেই লাঁকানীয় subject সবসময় অসম্পূর্ণ এবং বিভক্ত।

দেকার্তীয় দর্শনে "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"— এই বক্তব্যটি ধরে নেয় যে চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিষয় নিজের চিন্তার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু মনোবিশ্লেষণ এবং ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব এই ধারণাকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশেষত লাঁকা দেখান যে চিন্তা কখনোই সম্পূর্ণ সচেতন বা স্বচ্ছ নয়। চিন্তার একটি বড় অংশ ভাষার কাঠামোর মধ্যে গঠিত এবং অচেতনের দ্বারা প্রভাবিত। এই অবস্থাকে বোঝাতে লাঁকা Cogito-কে উল্টে দেন। তিনি বলেন যে মানুষ "যেখানে চিন্তা করে, সেখানে সে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত নয়; এবং যেখানে সে উপস্থিত, সেখানে চিন্তা সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণে নয়।" এই বক্তব্যের দার্শনিক তাৎপর্য গভীর। এটি দেখায় যে, চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে যে সরাসরি সম্পর্ক দেকার্তে কল্পনা করেছিলেন, বাস্তবে তা এতটা সরল নয়। একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মনে করতে পারেন যে, তিনি সম্পূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তার সিদ্ধান্ত আসলে কোনো গভীর আবেগ বা অচেতন ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এখানে দেখা যায় যে, চিন্তার সচেতন স্তর এবং মানসিক বাস্তবতার গভীর স্তরের

মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানই লাঁকানীয় subject-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এইভাবে Cogito-ভিত্তিক subject থেকে Lacanian subject-এ রূপান্তর আধুনিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। বিষয় আর স্বচ্ছ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং ভাষা, অচেতন এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে গঠিত একটি জটিল অবস্থান।

লাঁকানীয় subjectivity বোঝার ক্ষেত্রে *Mirror Stage* একটি মৌলিক ধারণা। Jacques Lacan এই ধারণাটি প্রথম উপস্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *"The Mirror Stage as Formative of the Function"*-এ। এই তত্ত্বের মাধ্যমে লাঁকা দেখাতে চান যে, মানুষের আত্মপরিচয় বা 'আমি' (ego) কোনো স্বচ্ছ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি একটি ভ্রান্ত ঐক্যের (misrecognized unity) উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য কথায়, বিষয় নিজেকে যে ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে, তা আসলে একটি কল্পিত নির্মাণ (imaginary construction)। লাঁকা-র মতে, শিশুর বিকাশের প্রায় ছয় থেকে আঠারো মাস বয়সের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ঘটনা ঘটে। এই সময় শিশুটি যখন প্রথমবার আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে, তখন সে নিজের শরীরকে একটি সম্পূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ রূপে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এই মুহূর্তে শিশুটি আনন্দ বা উত্তেজনা অনুভব করে, কারণ আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবিটি তাকে একটি সম্পূর্ণ, সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল শরীরের চিত্র প্রদান করে। কিন্তু বাস্তবে শিশুর শরীর তখনও মোটর দক্ষতার দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে আয়নায় যে ঐক্যবদ্ধ চিত্রটি সে দেখে, তা তার বাস্তব শারীরিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এই ব্যবধানই লাঁকা-র ভাষায় *méconnaissance* বা ভ্রান্ত স্বীকৃতি। অর্থাৎ শিশুটি যে প্রতিচ্ছবিকে নিজের বলে গ্রহণ করে, সেটি আসলে একটি বাহ্যিক চিত্র, যা তার প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এখানেই 'আমি'-এর উৎপত্তি একটি মৌলিক ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আয়নার স্তর মূলত লাঁকা-র Imaginary Order-এর অন্তর্গত। এই স্তরে বিষয় তার পরিচয় গঠন করে চিত্র, প্রতিফলন এবং সাদৃশ্যের মাধ্যমে। শিশুটি আয়নার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে এবং সেই চিত্রটিকে নিজের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই পরিচয় আসলে একটি বাহ্যিক প্রতিমূর্তির সঙ্গে আত্মসমীকরণ (identification with an external image)। ফলে 'আমি' কখনোই সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং এটি সর্বদা নিজের বাইরের কোনো চিত্রের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা আধুনিক দর্শনের একটি মৌলিক অনুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, René Descartes-এর দর্শনে 'Cogito' বা চিন্তাশীল সত্তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মস্বচ্ছ কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু লাঁকা-র আয়নার স্তর তত্ত্ব দেখায় যে 'আমি' আসলে শুরু থেকেই একটি বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত কাঠামো।

আয়নার স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি বিষয়কে একটি কৃত্রিম ঐক্যের অনুভূতি প্রদান করে। আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবি শিশুকে মনে করায় যে, সে একটি সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণ সত্তা। কিন্তু এই ঐক্য বাস্তব নয়; এটি কেবল একটি কল্পিত প্রতিমূর্তি। এই কারণেই লাঁকা বিষয়কে মূলত বিভক্ত সত্তা (split subject) হিসেবে বিবেচনা করেন। একদিকে রয়েছে বিষয়টির বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ; অন্যদিকে রয়েছে আয়নায় দেখা ঐক্যবদ্ধ প্রতিচ্ছবি। বিষয়টি এই দুইয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী উত্তেজনা বা দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এই দ্বন্দ্বই মানুষের আত্মপরিচয়ের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ফলে বিষয় কখনোই নিজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হতে পারে না। তার পরিচয় সর্বদা একটি বাহ্যিক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে মধ্যস্থতাপ্রাপ্ত।

আয়নার স্তরের প্রভাব কেবল শিশুকালেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি পুরো সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সমাজে মানুষ প্রায়ই নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করে বাহ্যিক চিত্র বা প্রতীক-এর মাধ্যমে— যেমন সামাজিক মর্যাদা, পেশা, বা সামাজিক মাধ্যমে তৈরি করা ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি। কেউ যদি নিজেকে "সফল মানুষ", "বুদ্ধিজীবী", বা "জনপ্রিয় ব্যক্তি" হিসেবে কল্পনা করে, তাহলে সেই পরিচয়ও অনেকাংশে একটি প্রতীকী প্রতিচ্ছবি, যা অন্যদের দৃষ্টির মাধ্যমে নির্মিত। এই প্রক্রিয়াটি আয়নার স্তরের কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের পরিচয়কে উপলব্ধি করে এমন এক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে, যা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক এবং সামাজিকভাবে নির্মিত।

আয়নার স্তর তত্ত্ব আধুনিক দর্শন ও মানববিদ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিবর্তন সূচিত করে। এটি দেখায় যে, বিষয় কোনো স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র নয়; বরং এটি প্রতিফলন, ভাষা এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত একটি অস্থির সত্তা। এই কারণে লাঁকা-র তত্ত্বে 'আমি'-এর ঐক্য একটি স্থায়ী সত্য নয়, বরং একটি ভ্রান্ত ভিত্তি, যার উপর বিষয় নিজের পরিচয় নির্মাণ করে। ফলে Cogito-র ধারণা, যা বিষয়কে একটি স্বচ্ছ ও স্বনির্ভর সত্তা হিসেবে কল্পনা করেছিল, লাঁকা-র বিশ্লেষণে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে।

এখানে লাঁকা দেখান যে, বিষয় তার নিজের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করে একটি ভুল-চেনার (*méconnaissance*) মাধ্যমে। শিশুটি আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এক ধরনের ঐক্য ও সম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদিও বাস্তবে তার দেহগত ও মানসিক অভিজ্ঞতা তখনো ভাঙাচোরা ও অসমন্বিত। এই মুহূর্তটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই 'আমি' প্রথম গঠিত হয়—কিন্তু এই 'আমি' কোনো অভ্যন্তরীণ সত্য থেকে নয়, বরং একটি বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি থেকে। বিষয় নিজেকে চিনে নেয় এমন কিছুর মাধ্যমে, যা সে নয়। ফলে subjectivity-র কেন্দ্রেই একটি বিভ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। দেকার্তীয় Cogito যেখানে ধরে নেয় যে, বিষয় নিজেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা করে, Mirror Stage সেখানে দেখায় যে আত্মপরিচয়ের সূচনা ঘটে পরোক্ষতা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। ঐক্য এখানে প্রাথমিক সত্য নয়; বরং একটি কল্পিত নির্মাণ। এই কল্পিত ঐক্যই পরবর্তীতে Imaginary order-এর ভিত্তি গড়ে তোলে। ফলে 'আমি' কোনো স্বচ্ছ সত্তা নয়, বরং একটি কল্পিত গঠন, যা শুরু থেকেই বিভাজিত। এই বিভাজন Cogito-র ঐক্যবাদী subject-এর ধারণাকে কাঠামোগতভাবে অকার্যকর করে তোলে।

এই প্রেক্ষিতে "dictatorship of the signifier" শব্দবন্ধটি তাত্ত্বিক অর্থে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে dictatorship বলতে কোনো রাজনৈতিক দমন বোঝানো হচ্ছে না; বরং একটি কাঠামোগত আধিপত্য বোঝানো হচ্ছে। চিহ্নক এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিষয়ের চিন্তা, ইচ্ছা এবং আত্মপরিচয়কে নির্ধারণ করে, কিন্তু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। লাঁকা-র মতে, মানুষ ভাষা ব্যবহার করে না; ভাষাই মানুষকে ব্যবহার করে। বিষয় মনে করে সে কথা বলছে, কিন্তু বাস্তবে ভাষাই তার মাধ্যমে কথা বলে। এই কারণেই লাঁকা বলেন, ইচ্ছা সবসময় অপরের ইচ্ছা। বিষয় যা চায়, তা সে সরাসরি চায় না; ভাষার মধ্যস্থতায় চায়। এই কাঠামোতে বিষয় মৌলিকভাবে অ-সার্বভৌম। সে নিজের চিন্তা, নিজের ইচ্ছা, এমনকি নিজের 'আমি'-এরও পূর্ণ মালিক নয়। Cogito-র যে দাবি ছিল—"আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"— এই দাবি এখানে অর্থহীন হয়ে পড়ে। চিহ্নকের আধিপত্য Cogito-কে শুধু সংশোধন করে না; এটি Cogito-র সম্ভাবনাকেই বাতিল করে দেয়। এই কারণেই লাঁকানীয় তত্ত্বে Cogito-র মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং একটি কাঠামোগত পরিণতি। পাশ্চাত্য দর্শনের মূল স্তম্ভ ছিল রেনে দেকার্তের 'কজিটো'— যেখানে ব্যক্তি নিজেকে তার চিন্তার কেন্দ্র মনে করত। কিন্তু জ্যাক লাঁকা এসে দেখালেন, এই 'আমি' বা 'Subject' আসলে কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, বরং এটি ভাষার এক স্বৈরাচারী কাঠামোর আড়ালে বন্দি। একেই আমরা বলতে পারি "চিহ্নকের একাধিপত্য"।

দেকার্ত বলেছিলেন, "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"। লাঁকা একে উপহাস করে উল্টে দিলেন "আমি যেখানে নেই, সেখানেই আমি চিন্তা করি"। লাঁকা-র মতে, মানুষ যখন চিন্তা করে, সে আসলে নিজের তৈরি করা কোনো মৌলিক চিন্তা করে না; বরং সে এমন এক ভাষায় চিন্তা করে যা তাকে সমাজ বা সংস্কৃতি (the Other) শিখিয়ে দিয়েছে।লাঁকানীয় দর্শনে সাবজেক্ট বা ব্যক্তি হলো split Subject। এই চিহ্নের অর্থ হলো— ব্যক্তি জন্মগতভাবেই খণ্ডিত। এই খণ্ডন ঘটে যখন একটি শিশু প্রথম 'মা' বা 'বাবা' বা নিজের 'নাম' উচ্চারণ করতে শেখে। সেই মুহূর্তেই তার আদিম, অখণ্ড সত্তাটি মারা যায় এবং সে ভাষার ডিক্টেটরশিপে প্রবেশ করে। চিহ্নকের একাধিপত্য বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এটি বোঝা যে— মানুষ ভাষার জন্ম দেয় না, বরং ভাষাই মানুষকে জন্ম দেয়। আপনি জন্মাবার আগেই আপনার জন্য একটি নাম রাখা হয়েছিল। আপনার জন্মের আগেই আপনার পরিবার এবং সমাজ একটি ভাষার কাঠামো তৈরি করে রেখেছে। আপনি বড় হয়ে যখন কথা বলতে শিখলেন, আপনি কেবল সেই তৈরি করা কাঠামোতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন মাত্র। লাঁকা-র মতে, একটি চিহ্নক (Signifier) সবসময় অন্য একটি চিহ্নকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন— 'দেশপ্রেম' শব্দটি শুনলে আপনার মনে যে আবেগ আসে, তা আপনার নিজের নয়। সমাজ ওই চিহ্নকের সাথে কিছু নির্দিষ্ট অর্থ জুড়ে দিয়েছে যা আপনি মানতে বাধ্য। এখানেই চিহ্নকের স্বৈরাচার স্পষ্ট।

চিহ্নকের এই একাধিপত্য কেবল আমাদের কথায় নয়, আমাদের কামনায় (Desire) পর্যন্ত বিস্তৃত। লাঁকা-র বিখ্যাত উক্তি: "Desire is the desire of the Other।" আমরা যা চাই— তা কি সত্যিই আমরা চাই? আমাদের অবচেতন এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে, আমরা তা-ই চাই যা সমাজ আমাদের চাইতে বলে। একটি ব্র্যান্ডের পোশাক বা একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আসলে চিহ্নকের তৈরি করা একটি মরীচিকা। চিহ্নক এখানে ডিক্টেটর হিসেবে কাজ করে, কারণ সে ঠিক করে দেয় আমাদের সুখ এবং দুঃখের মানদণ্ড কী হবে।

লাঁকা দেখিয়েছেন, যারা এই চিহ্নকের ডিক্টেটরশিপ বা 'পিতার নাম' (*Nom-du-père*) মেনে নিতে পারে না, তারাই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বা সাইকোটিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত হলো চিহ্নকের এই স্বৈরাচারকে মেনে নেওয়া। আমরা যদি ভাষার আইন না মানি, তবে আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলব।

"Dictatorship of the signifier" এইখানে কোনো রেটোরিকাল অতিশযোক্তি নয়। এটি সেই কাঠামোগত বাস্তবতার নাম, যেখানে ভাষা বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বিষয় এই আধিপত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এই কারণেই বলা যায়, লাঁকানীয় তত্ত্বে Cogito-র মৃত্যু কোনো আকস্মিক পতন নয়, বরং একটি তাত্ত্বিক অনিবার্যতা। আধুনিক দর্শনের যে ভিত্তি দেকার্ত স্থাপন করেছিলেন, লাঁকা সেই ভিত্তিকেই পুনর্বিবেচনার মুখে দাঁড় করান— এবং দেখান, বিষয় আর নিজের সার্বভৌম কেন্দ্র হতে পারে না। লাঁকানীয় কজিটো-সমালোচনা শুধু তাত্ত্বিক নয়; এটি রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। স্বচ্ছ নাগরিক, স্থির পরিচয় এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তের ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। পরিচয় এখানে নির্মিত, ভাষানির্ভর এবং ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত।

লাঁকানীয় তত্ত্বে কজিটোর মৃত্যু কোনো নৈরাশ্যবাদী ঘোষণা নয়। বরং এটি বিষয়ের বাস্তব অবস্থানকে স্বীকার করার একটি প্রয়াস। বিষয় আর সর্বজ্ঞ বা সর্বনিয়ন্ত্রক নয়; সে বিভক্ত, ভাষানির্ভর এবং অচেতন দ্বারা প্রভাবিত। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তাকে আরও দায়িত্বশীল এবং সমালোচনামুখর করে তোলে। কজিটোর মৃত্যু তাই দর্শনের সমাপ্তি নয়, বরং তার পুনর্গঠন। Cogito-র মৃত্যু কোনো নিছক দার্শনিক বিতর্কের ফল নয়; এটি

আধুনিক subjectivity-র গভীর রূপান্তরের সূচক। লাঁকানীয় তত্ত্ব দেখায় যে, বিষয় সার্বভৌম নয়, স্বচ্ছ নয়, এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানতেও সক্ষম নয়। এই উপলব্ধির দার্শনিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যদি বিষয় নিজেই বিভক্ত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা এবং দায়বদ্ধতার ধারণাও আর সরল থাকে না।

Bibliography:

1. Althusser, Louis. *For Marx*. Translated by Ben Brewster, Verso, 2005. P. 233.
2. Butler, Judith. *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*. Columbia University Press, 1987.
3. Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Johns Hopkins University Press, 1997. P. 158.
4. Descartes, René. *Meditations on First Philosophy*. Translated by Donald A. Cress, Hackett Publishing, 1998. P. 17.
5. Descartes, René. *Meditations on First Philosophy*. Translated by John Cottingham, Cambridge University Press, 1996.
6. Fink, Bruce. *The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance*. Princeton University Press, 1995.
7. Freud, Sigmund. *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. W. W. Norton, 1989.
8. Freud, Sigmund. *The Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey, Basic Books, 2010. P. 112.
9. Lacan, Jacques. *Écrits*. Translated by Bruce Fink, W. W. Norton, 2006.
10. Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1977. P. 1-7.
11. Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1998.
12. Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Edited by Jacques-Alain Miller, translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1978. Pp. 20-28.
13. Laplanche, Jean, and Jean-Bertrand Pontalis. *The Language of Psychoanalysis*. Translated by Donald Nicholson-Smith, W. W. Norton, 1973. P. 45.
14. Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin, McGraw-Hill, 1966. Pp. 65-70.
15. Žižek, Slavoj. *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*. MIT Press, 1991.